NH Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

RTIICS দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

প্রশ্নে আপনি
উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এবারের বিষয়ঃ **রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ**

হার্টের ভালভ–এর সমস্যা

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

হার্ট ভালভ–এর কাজ কী?

আমাদের হার্ট–এ ৪ টি ভালভ রয়েছে যা হার্টের বিভিন্ন চেম্বারে সঠিক এবং পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি ভালভই একটি নির্দিষ্ট দিকে খোলে।

ভালভ–এর অসুখ হলে কী ধরণের সমস্যা হয়?

ভালভ–এ মূলত দুধরণের সমস্যা হয়। এক ভালভ আকারে ছোট হওয়া (ভালভ স্টেনোসিস) যার ফলে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হার্ট–এর বিভিন্ন চেম্বার–এ প্রেশার বাড়িয়ে তোলে এবং ফুসফুসে ফ্লুইড জমা হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। অন্য সমস্যাটির ক্ষেত্রে ভালভ–এ ফাঁক (ভালভ রিগারগিটেশন) থাকার জন্য হার্ট এর এক চেম্বার থেকে রক্ত অন্য চেম্বার–এ অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবেশ করে যার ফলস্বরূপ ফুসফুসে ফ্লুইড জমা হয়।

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ কী?

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ স্ট্রেপটোকক্কাস নামক ব্যাকটেরিয়াবাহিত ভালভ–এর সংক্রমণজনিত সমস্যা এবং এটি ভারতে অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এই সংক্রমণ মূলত ৫–১৫ বছর বয়সে হয় এবং ছোটবেলায় ধরা না পড়ায় চিকিৎসাও শুরু করা যায় না। এই সংক্রমণের ফলে ভালভ ছাড়াও অন্যান্য কার্ডিয়াক স্ট্রাকচারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তা ভালভ স্টেনোসিস এবং রিগারগিটেশন–এর আকার নয়।

অন্য কোন কোন অসুখের ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডিটিস, কনজেনিটাল ভালভ প্রবলেম, ট্রমা, কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ ইত্যাদির ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায়শই কিছু কনজেনিটাল সিনড্রোমের অংশ হিসেবে শরীরের অন্যান্য কিছু অঙ্গের সঙ্গে ভালভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভালভ–এর অসুখের লক্ষণগুলি কী কী?

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল শ্বাসকষ্ট, এছাড়াও ক্লান্তি, পাফোলা, বুকে ব্যথা, প্যালপিটেশন, সিনকোপ, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া ইত্যাদিকেও ভালভ–এর অসুখের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। কোনোরকম জটিলতা সৃষ্টি হলে স্ট্রোক বা পেরিফেরিয়াল আর্টারিয়াল ডিজিজের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

ভালভ–এর সমস্যা কিভাবে নির্ধারণ করবেন?

কার্ডিওলজিস্ট সাধারণ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করেই ভালভ–এর সমস্যা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন। তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে এবং সমস্যার জটিলতা নির্ধারণ করার জন্য ই সি জি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, চেস্ট এক্স–রে এবং কখনো কখনো ট্রান্সইসোফেজিয়াল ইকো (TEE) অথবা সিটি স্ক্যান করা হয়। প্রয়োজনে ASO titre –এর মতো রক্তপরীক্ষাও করা হতে পারে।

ভালভ–এর অসুখের চিকিৎসা কী?

ভালভ–এর হালকা সমস্যায় শুধু ওষুধেই কাজ হয়। তবে এর সঙ্গে ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, ট্রাই–উইকলি পেনিসিলিন ইনজেকশন নেওয়াটা আবশ্যক। কঠিন ভালভ ডিজিজ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্জারির প্রয়োজন হয়। BMV, BAV–এর মতো বেলুন সার্জারি কিংবা ভালভ রিপেয়ার বা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট–এর জন্য ওপেন হার্ট সার্জারি করার প্রয়োজন হতে পারে। সম্পূর্ণরূপে ক্লিনিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল মূল্যায়ন করে তবে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আপনার প্রশ্ন জানাতে ফোন বা ইমেল করুন

9051 93 93 93

email.rtiics@nhhospitals.org

১২৪ মুকুন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা | www.narayanahealth.org

NH Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

প্রশ্নে আপনি
উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এবারের বিষয়ঃ রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ

হার্টের ভালভ–এর সমস্যা

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

হার্ট ভালভ–এর কাজ কী?

আমাদের হার্ট–এ ৪ টি ভালভ রয়েছে যা হার্টের বিভিন্ন চেম্বারে সঠিক এবং পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি ভালভই একটি নির্দিষ্ট দিকে খোলে।

ভালভ–এর অসুখ হলে কী ধরণের সমস্যা হয়?

ভালভ–এ মূলত দুধরণের সমস্যা হয়। এক ভালভ আকারে ছোট হওয়া (ভালভ স্টেনোসিস) যার ফলে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হার্ট–এর বিভিন্ন চেম্বার–এ প্রেশার বাড়িয়ে তোলে এবং ফুসফুসে ফ্লুইড জমা হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। অন্য সমস্যাটির ক্ষেত্রে ভালভ–এ ফাঁক (ভালভ রিগারগিটেশন) থাকার জন্য হার্ট এর এক চেম্বার থেকে রক্ত অন্য চেম্বার–এ অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবেশ করে যার ফলস্বরূপ ফুসফুসে ফ্লুইড জমা হয়।

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ কী?

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ স্ট্রেপটোকক্কাস নামক ব্যাকটেরিয়াবাহিত ভালভ–এর সংক্রমণজনিত সমস্যা এবং এটি ভারতে অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এই সংক্রমণ মূলত ৫–১৫ বছর বয়সে হয় এবং ছোটবেলায় ধরা না পড়ায় চিকিৎসাও শুরু করা যায় না। এই সংক্রমণের ফলে ভালভ ছাড়াও অন্যান্য কার্ডিয়াক স্ট্রাকচারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তা ভালভ স্টেনোসিস এবং রিগারগিটেশন–এর আকার নয়।

অন্য কোন কোন অসুখের ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডিটিস, কনজেনিটাল ভালভ প্রবলেম, ট্রমা, কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ ইত্যাদির ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায়শই কিছু কনজেনিটাল সিনড্রোমের অংশ হিসেবে শরীরের অন্যান্য কিছু অঙ্গের সঙ্গে ভালভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভালভ–এর অসুখের লক্ষণগুলি কী কী?

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল শ্বাসকষ্ট, এছাড়াও ক্লান্তি, পাফোলা, বুকে ব্যথা, প্যালপিটেশন, সিনকোপ, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া ইত্যাদিকেও ভালভ–এর অসুখের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। কোনোরকম জটিলতা সৃষ্টি হলে স্ট্রোক বা পেরিফেরিয়াল আর্টারিয়াল ডিজিজের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

ভালভ–এর সমস্যা কিভাবে নির্ধারণ করবেন?

কার্ডিওলজিস্ট সাধারণ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করেই ভালভ–এর সমস্যা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন। তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে এবং সমস্যার জটিলতা নির্ধারণ করার জন্য ই সি জি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, চেস্ট এক্স–রে এবং কখনো কখনো ট্রান্সইসোফেজিয়াল ইকো (TEE) অথবা সিটি স্ক্যান করা হয়। প্রয়োজনে ASO titre –এর মতো রক্তপরীক্ষাও করা হতে পারে।

ভালভ–এর অসুখের চিকিৎসা কী?

ভালভ–এর হালকা সমস্যায় শুধু ওষুধেই কাজ হয়। তবে এর সঙ্গে ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, ট্রাই–উইকলি পেনিসিলিন ইনজেকশন নেওয়াটা আবশ্যক। কঠিন ভালভ ডিজিজ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্জারির প্রয়োজন হয়। BMV, BAV–এর মতো বেলুন সার্জারি কিংবা ভালভ রিপেয়ার বা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট–এর জন্য ওপেন হার্ট সার্জারি করার প্রয়োজন হতে পারে। সম্পূর্ণরূপে ক্লিনিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল মূল্যায়ন করে তবে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আপনার প্রশ্ন জানাতে ফোন বা ইমেল করুন

9051 93 93 93

email.rtiics@nhhospitals.org

১২৪ মুকুন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা | www.narayanahealth.org